R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (পাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১০ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
২৪শে এপ্রিল, ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

বিকলাঙ্গ বিদ্যুৎ বিভাগের সারা অঙ্গে পচন ধরেছে

রঘুনাথগঞ্জ : বিদ্যুৎ সংবরাহে লোডশেডিং, লোকাল ফল্ট কনজিউমারদের ধৈর্য্যচ্যুতির শেষ সীমায় এনে ফেলেছে। যন্ত্রপাতিই যে শুধু বিকল হয়েছে তাই নয় কর্মচারীরাও শেষ পর্যন্ত বিকলাঙ্গের শিকার বলে মনে হচ্ছে। লোকাল ফল্টে সরবরাহ ব্যাহত হলে খবর দিলেও লোক আসতে আসতে রাত ভোর হয়। হাসপাতালের মত ইমারজেন্সী জায়গায় অন্ধকার নেমে এসে মাঝ পথে অপারেশনে বিঘ্ন ঘটায়। পুজো প্রভৃতির সময় বাজারে বিক্রিবাট্টা শিকেয় উঠে। এত সত্ত্বেও আমলা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছেন। বর্তমানে বিদ্যুৎ রিডিং নেওয়ার ক্ষেত্রেও দীর্ঘসূত্রতা মাথা চাড়া দিয়েছে। আগে তিন মাস অন্তর মিটার রিডিং নেওয়া হতো, এখন ছ'মাসেও তা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। আবার রিডিং নেওয়ার পর বিল আসতে আরো দেরী। ছা পোষা গৃহস্থরা বিদ্যুৎ বিল পেয়ে অসুবিধায় পড়ছেন। কেননা তিন মাসের পরিবর্তে ছ'মাসের বিল এক সঙ্গে আসায় তার অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে ডবল। মিটার রেন্টও লাগছে ৬ মাসে কম পক্ষে ৩০ টাকা। বিদ্যুৎ বিভাগের বক্তব্য—যে অঙ্কের বিলই আসুক না কেন পরবর্তী তিন মাসে মেটাবার সুযোগ তো দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন ডবল অঙ্কের বিল মেটাতে হচ্ছে এটা বুঝবে কে। সাধারণ মানুষের অবস্থা জলে ডোবা মানুষের মত। ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো খারাপ। হাস্কিং মিল, ষ্টুডিও, বরফ মেসিন, লেদ মেসিন, সিনেমা হাউস ইত্যাদির বিল যেখানে এমনিতেই আগে ৫/৬শো টাকা প্রতি মাসে লাগত সেখানে এখন তা দাঁড়াচ্ছে ১১/১২ শো টাকায়। এই পরিমাণ টাকা দিতে ব্যবসাদারদের কী পরিমাণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বুঝলে এমন ব্যবস্থা চালু করতেন না। স্থানীয় বিভাগীয় আমলাদের বক্তব্য কনজিউমার সংখ্যা প্রায় ৬৫০০। তার তুলনায় কর্মী সংখ্যা কম হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হয়তো তা ঠিক, কিন্তু বিদ্যুৎ গ্রাহক দের অসুবিধার কথা কে শুনবে? তাদের দাবী বিভাগের অবস্থা যাই হোক কনজিউমারদের অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে তা (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস সমর্থক খুনে প্রধান আসামী সি পি এমের অঞ্চল প্রধান

মির্জা পুর : গত ৮ এপ্রিল সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার আমগাছি গ্রামে জাগাদারীকে কেন্দ্র করে বোমাবাজীতে জনৈক নাজফোর সেখ নামে এক কংগ্রেসী সমর্থক খুন হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। খবর বোমার আঘাতে আহত নাজফোরকে অপরপক্ষ হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় নাজফোরের চোলাই মদের গোপন ব্যবসা ছিল। গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হচ্ছে এই অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু গ্রামবাসী রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানায়। তার পরদিনই নাজফোর খুন হন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে সি পি এমের মির্জাপুর অঞ্চল প্রধান পূর্ণচন্দ্র গোঁচা, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বদর সেখ সহ ৮ জনকে আসামী করে থানায় অভিযোগ করা হয়। আসামীরা তার আগেই জামিন নিয়ে নেন বলে জানা যায়।

এক নজরে জঙ্গিপুর মহকুমা প্রাক নির্বাচনী চিত্র

রাজনৈতিক প্রতিবেদক : গত ১৯৮৭ সালে বিধানসভা এবং ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচন হয়। এবার ২০ মে লোকসভার সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এক বছরে ভোটার সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবারের নির্বাচনে কতগুলি পোলিং টি থাকবে, কত কর্মী অংশ গ্রহণ করবেন এবং কত যানবাহন লাগবে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হলো। মহকুমা নির্বাচন অধিকর্তা দপ্তর থেকে পাওয়া হিসাবে দেখা যায় গত বিধানসভা নির্বাচনে (১৯৮৭) কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটারের সংখ্যা ফরাক্কা—১,০৩,৮২১, অরঙ্গাবাদ—১,১০,৫৯৮, সুতি—১.১৪,৫৫৮, জঙ্গিপুর—১,২৫,০৪২ এবং সাগরদীঘি—১,১৫,৭২৫ জন। ১৮ বছরে ভোটদানের অধিকার পাওয়ায় বর্তমান লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে (১৯৯১) ভোটার সংখ্যা—ফরাক্কা—১,২৩,৫৫০, অরঙ্গাবাদ—১,৩২,৫৬১, সুতি—১,৩১,৬৬২, জঙ্গিপুর—১,৪৪,০২৪ এবং সাগরদীঘি—১,২৭,২০৭ জন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝড়ের তাণ্ডবে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই থানার দাসপাড়া, প্রসাদপুরের কাছে ২টি বিদ্যুৎ টাওয়ার সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। অপর দিকে সাগরদীঘি থানার গাঙ্গাড্ডা গ্রামের একটি বাড়ীর টিনের চাল ঝড়ে উড়ে গিয়ে হাইটেনসেন বিদ্যুৎ তারে জড়িয়ে যায়। সাগরদীঘির (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই বৈশাখ বুধবার ১৩৯৮ সাল

কলির সন্ধ্যা

সারা ভারতে লোকসভা নির্বাচনের আয়োজন চলিয়াছে। এখন মনোনয়ন দাখিলের পালা শুরু হইয়াছে। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভারও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ এইরূপ একটি রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ হইতে পর্যবেক্ষক পাঠান হইতেছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। পর্যবেক্ষকের কাজকর্মের প্রধান নীতি হইবে অবাধ ও সুষ্ঠু তথা ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে এই নির্বাচনের প্রস্তুতি তথা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা তদারক করা।

এই রাজ্যে নির্বাচনের ব্যাপারে নানা জনের মধ্যে প্রভূত অভিযোগের কথা শুনা গিয়াছে। বামফ্রন্ট শাসনকালে নির্বাচন নাকি কোন সময়েই কলঙ্কমুক্ত ছিল না। তাই অভিযোগ প্রচুর। কিন্তু সেই সব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত পথনির্দেশ প্রধান বিরোধী দল নিজেদের জোটবদ্ধতার অভাবের জন্য এবং পারস্পরিক খেয়োখেয়ির জন্য তুলিয়া ধরিয়া পারেন নাই। ভাসা ভাসা আকারে চেঁচামিচিতে কালক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র। আর তাহার জন্য নানাবিধ অনৈতিক উপায় অবলম্বন করিয়া ক্ষমতাসীনেরা নিজেদের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন এবং বিবিধ কারসাজির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া গণতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছেন। বস্তুত, দুর্বল বিরোধী পক্ষের বহুবিধ ত্রুটির ফলেই এমত অবস্থা হইয়া আসিতেছে।

শুনা যাইতেছে, রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক যাহা আছে, ভোটারের সংখ্যা নাকি তাহার চেয়ে অনেক বেশী। এইরূপ হইবার ত কথা নয়, কিন্তু বরাবর তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বহু জাল ভোটারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই বৎসর আদমশুমারি হওয়ায় 'দ্য ক্যাট্ ইজ আউট অব্ দ্য ব্যাগ্'।

আরও শুনা গিয়াছে যে, কেন্দ্র বিশেষের ব্যালটপত্র প্রেস বিশেষে ছাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কাঠার নিরাপত্তার মধ্য দিয়া যে প্রেস ইতিপূর্বে ব্যালটপত্র ছাপানতে যথেষ্ট দক্ষতার তথা যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাকে নামমাত্র কাজ দেওয়া হইয়াছে যেহেতু সেই প্রেস নাকি কর্তাদের অভিপ্রেত কোন বিষয়ে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার এবারে ভোটের পর একই দিনে সর্বত্র ভোট গণনার কাজ হইবে বলিয়া রাজ্যে ব্যালট বাক্সগুলি যে রক্ষীদের তত্ত্বাবধানে থাকিবে তাহা শাসকদল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার একটানা ছয় দিনের মধ্যে পক্ষান্তরিতও কক্ষান্তরিত হইতে পারে বলিয়া অনেকেরই আশঙ্কা।

পর্যবেক্ষককে এই সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে খতাইয়া দেখিতে হইবে। ইহা ছাড়াও আছে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা। এই সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ক্ষমতাসীন দল কতটা সফল হইয়াছে, অতীত অভিজ্ঞতা তাহা বলিয়া দিতে পারে। কয়েকজন হাই অফিসিয়াল'দের সঙ্গে বৈঠক করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যের নির্বাচন সম্পর্কে বৈধতার শংসাপত্র দিয়া পর্যবেক্ষক যদি কর্ম সম্পাদন করেন; ত অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবে। আর পুনরায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া অধুনা শাসক দল ভবিষ্যৎ শাসক দল হইয়া রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত, বৈধ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য জনগণকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ইত্যাদি প্রদান করিবেন অপরদিকে নিন্দুক দল লম্ফঝম্প করিতে থাকিবেন। তাহাতে কী আসে যায়? নির্বাচনের পর্যবেক্ষক স্বয়ং উদ্যোগী হইলে এবং সর্বপ্রকারে কঠোর হইলে নির্ব্বাচনের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। নির্ব্বাচনী প্রচারের সময় নাকি রাজ্যের কোন কোন মন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সম্বন্ধে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ এবং তাহার জন্য নির্ব্বাচন কমিশন নাকি অসন্তুষ্ট। এইত সবে কলির সন্ধ্যা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

আর এস পি থেকে বি জে পিতে

আমি নুরসাদ সেখ সাং কাশিয়াডাঙ্গা সেখপাড়া (কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) দীর্ঘদিন আর এস পি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু ইদানীং দেশ জুড়ে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের দেউলিয়া রাজনীতি ও জাতপাতের নামে নোংরা আদর্শহীনতা ধিক্কারজনক পরিবেশ তৈরী করেছে বলে আমি এবং আমার সহযোগীরা মনে করি। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সত্যকার মিলন ঘটাতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই আমি ও আমার শতাধিক মুসলমান ভাইবন্ধুরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলাম। জনগণের জ্ঞাতার্থে আমার এই প্রতিবেদন আমি আপনার পত্রিকায় প্রকাশের আবেদন জানাই।

স্বাঃ নুরসাদ সেখ, ২২-৪-৯১

দশম লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে

রাজনৈতিক প্রতিবেদক : নবম নির্বাচনে ভারতে শাসক কংগ্রেস দল পরাজিত হলেও বৃহত্তম দলরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোন দলই শাসন পরিচালনের অধিকার পায়নি। ফলে জনতা দল সংযুক্ত মোর্চা তৈরী করে বামফ্রন্ট ও ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত মোর্চার অভ্যন্তরের ক্ষমতা লোলুপতার গোলমালে দুর্বল জনতা দল বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়ে। শেষে চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে ও দেবীলালের কৌশলে জনতা দল (সমাজবাদী) গড়ে উঠে। এবং কংগ্রেসের সমর্থনে এক সংখ্যালঘু সরকার দেশ শাসন করতে শুরু করে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড রাজীব গান্ধী মুখে যতই সুন্দর সুন্দর কথা বলুন, তিনি আসলে চেয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের ঘাড়ে পা রেখে নিজের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ফিরিয়ে এনে ক্ষমতা দখল করতে। তাই এই গোঁজামিল সরকারের কয়েক মাসের মধ্যেই পতন হল। এবং নির্ব্বাচন আসন্ন হয়ে পড়লো। সেই নির্ব্বাচনের দিনও ঘোষিত হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দল বদলের এবং ক্ষমতা লিপ্সার ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু বিধানসভাও তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্ব্বাচন হচ্ছে। পঃ বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার নির্ব্বাচনও করাতে বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় ফ্রন্ট সরকার চোদ্দ বছর চুটিয়ে শাসন চালনা করার ফলে তাঁদের স্বপক্ষে বিরাট এক জনমত স্বভাবতই গড়ে উঠেছে। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে যে জনমত নেই একথাও বলা চলে না। পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিষ্ট বিরোধী হাওয়া উঠলেও তার প্রভাব এদেশে খুব একটা এসে না পড়ার কারণ নিশ্চয়ই তাঁদের সংগঠনের দক্ষতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের বিরুদ্ধে ভোট রিগিং এর অভিযোগ উঠলেও তা প্রমাণ করা যায়নি। দোষ থাকলেও একটা বিশাল জন সমর্থন যে বামফ্রন্টের পাশে রয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে সুষ্ঠু চেতনাবোধ (৩য় পৃষ্ঠায়)

পরলোকে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ এপ্রিল স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ রাধানাথ সরকার (৮৬) নিজ বাড়ীতে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা রেখে যান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ উৎপল সরকার একজন জনপ্রিয় দন্ত চিকিৎসক।

গত ১৮ এপ্রিল রাতে জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ইলা সিংহ রায় (৫১) মারা যান। তিনি এই স্কুলে একনাগাড়ে ২৬ বছর শিক্ষকতার কাজ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও একমাত্র ৮ বছরের পুত্র রেখে যান।

২৪ এপ্রিল দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত করণিক হৃদয়রঞ্জন ঘোষ (মনটুবাবু) মারা যান। তিনি দীর্ঘদিন ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও চার বিবাহিতা কন্যা রেখে গেছেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ : অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে গত ১৮ এপ্রিল স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে বিজ্ঞান বিষয়ক এক আলোচনা চক্র হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান চেতনা ও সমাজ সংস্কার এর উপর বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রোঃ-ভাইসচ্যানসেলার (অর্থ ও বাণিজ্য) ডঃ সুনীল লাহিড়ী। জলের উপযোগিতা ও ব্যবহারের উপর বক্তব্য রাখেন জঙ্গীপুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ। নারীচেতনা ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির অল ইণ্ডিয়ার সভা-পতি মৃণালিনী দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জগদ্বন্ধু সান্যাল ও কৈলাশ চক্রবর্তী।

বি জ্ঞ প্তি

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ

উপরোক্ত কলেজের দুটি স্থায়ী চতুর্থ শ্রেণীর পদ পূরণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদির প্রমাণ পত্র সহ দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা—৮ম শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ।

২। বয়স—১৮ হইতে ৩৫ বৎসর।

৩) ফারাক্কা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত থাকিতে হইবে।

৪) সম্পাদক (Secretary) দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের অনুকূলে একটি দশ টাকার রেখাঙ্কিত Postal order দিতে হইবে।

৫) দরখাস্ত পৌঁছাইবার শেষ তারিখ—বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে।

অধ্যক্ষ

বেআইনী বিদ্যুৎ সংযোগকারীকে ধরেও ছেড়ে দিল পুলিশ

ধুলিয়ান : গত ২৭ মার্চ রাতে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় পৌর এলাকার ৯ ও ১৪ নং ওয়ার্ডে হানা দিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের এস, এস হুকিং ষ্ট্যাপিং এর সাহায্যে বিদ্যুৎ সংযোগ-কারী কয়েকজনকে হাতেনাতে ধরে থানায় চালান দেন। কিন্তু পরদিন পুলিশ তাঁদের সকলকেই কোন কেশ না দেখিয়েই ছেড়ে দেয়। থানায় যোগাযোগ করলে জানা যায় এস, এস, এঁদের বিরুদ্ধে কোন লিখিত অভিযোগ না দেওয়ায় থানা বাধ্য হয়ে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছেন।

দশম লোকসভা

(২য় পাতার পর)

ও বিদ্বেষপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে বিচার করতে হবে। তাছাড়া এর সঠিক কারণ জানা সম্ভব হবে না। বামফ্রন্টের নেতা ও পরি-চালক সি পি এমের জ্যোতি বসু কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান মার্ক্সবাদী হলেও তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামী নেই। ফলে কর্মক্ষেত্রের অবস্থানুযায়ী তিনি নতুন পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেন না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে যতটুকু পারা যায় মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রয়োগ করতে তিনি সব সময়ে সচেষ্ট। গত নির্বাচনে মোর্চার সঙ্গে আঁতাতে সি পি এম এবং এবং সি পি আই লোক-সভায় বেশী আসন সংগ্রহে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তারা এবারের নির্বাচনেও মোর্চার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। উদ্দেশ্য সারা ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে আরো কিছু আসনে জয়ী হোক আর না হোক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য তা করতে গিয়ে তাদেরকে বামফ্রন্ট প্রভাবিত পঃ বঙ্গে মোর্চাকে লোকসভায় দুটি ও বিধানসভায় ছটি আসন ছাড়তে হয়েছে। এই আসন ছাড়ার ক্ষেত্রেও জ্যোতি বাবুর সি পি এম অন্য শরীক-দলের উপর চাপ না দিয়ে সি পি আই এর কাছ থেকে ১টি ও বাকী আসন সি পি এমের পাওনা থেকে দিয়ে ফ্রন্ট শরীকদের সঙ্গে কোন বিবাদে না গিয়ে উদারতা দেখিয়েছে। কিন্তু এবার সি পি এম পুরোনো অনেক মুখকে বাদ দেওয়ার তাদের দল কিছুটা অন্তর্কলহের সম্মুখীন হলেও সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে নিজেদের আদর্শবাদকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। তার উপর নির্বাচনের দিন ঘোষণার পূর্বেই আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে সক্ষম হওয়াই কংগ্রেসের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। অপরদিকে কংগ্রেসের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রতি আসনে প্রার্থী দিতে না পারায় তারা যে নির্বাচনে বামফ্রন্টের থেকে পিছিয়ে গেল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। আমাদের জেলার ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। এই জেলায় সি পি এম ও শরীক দলেরা কেন্দ্রে প্রার্থী কিছু কিছু বদল করেছেন। মন্ত্রী আবদুল বারিকে এবার মনোনয়ন দেওয়া হয়নি, এমন কি প্রভাবশালী বিধায়ক বীরেন রায়কেও প্রার্থী করা হয়নি। আর এস পি থেকে মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র পরিবর্তন নিয়ে যে গোলমালের আশা কংগ্রেস পক্ষ থেকে করা হয়েছিল তাও খুব একটা প্রকাশ্যে এখনও দেখা দেয়নি। ভরতপুরের আর এস পি প্রার্থী সত্য ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তনেও কোন অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে নেই। বহরমপুরের আর এস পি প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়েছে। বহু পুরোনো মহিলা নেত্রী ইপ্সিতা গুপ্ত এই কেন্দ্রের প্রার্থী। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী করা হয়েছে পুর-পতি শংকর দাস পালকে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা শংকর দাস পাল প্রার্থী হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোড়ালো হবে। হারজিতের মার্জিন হবে খুব কম। জঙ্গিপুর মহকুমায় কংগ্রেস লোকসভায় প্রার্থী বদল করে লালবাগের বিধায়ক মান্নান হোসেনকে প্রার্থী করেছেন। সি পি এমের পুরোনো প্রার্থী স্থানীয় মহকুমার মানুষ জয়নাল আবেদিনের সঙ্গে তাঁর লড়াই অসম হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। অন্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে সুতিতে পুরোনো এবং বহু যুদ্ধের কংগ্রেসী অধিনায়ক মহঃ সোহরাবকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস ঠিক কাজ করেনি বলেই সকলের ধারণা। এর ফলে অন্তর্কলহ বাড়বে এবং অসন্তুষ্ট সোহরাব অনুরাগীরা যদি মন প্রাণ দিয়ে কাজ না করেন তবে নতুন প্রার্থী হোসেন আলীর পক্ষে বর্তমান আর এস পি বিধায়ক শীষ মহম্মদকে হারানো বেশ কঠিনই হবে। তার উপর এই কেন্দ্রে বি জে পি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী বহু পোড় খাওয়া একজন প্রাক্তন কংগ্রেস ছাত্র নেতা। তাঁর প্রভাবও রয়েছে সুতি অঞ্চলে। হিন্দু সেন্টিমেন্ট যদি জেগে উঠে এবং মুসলীম ভোট ভাগ হয়, তার উপর সোহরাব বিমুখতা যদি কংগ্রেসকে বিপদে ফেলে তবে বি জে পি প্রার্থীর জয়-লাভের আশা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপি আর যে কেন্দ্রে সবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, সেটি হলো সাগরদীঘি কেন্দ্র। (চলবে)

সারা অঙ্গে পচন ধরেছে

(১ম পাতার পর)

দূর করে বিদ্যুৎ বিভাগকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমলাদের ও সরকারের। দেখে শুনে মনে হচ্ছে এসব ঘটনার মধ্যে অন্য কোন বিষয় রয়েছে যা দূর করতে হলে কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। একথা ভাবলেই হবে না যে যা হবার হোক, আমি বেতন পেলেই হলো। এখনই যদি সরকারী পর্য্যায়ে এই বিভাগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে বিকলাঙ্গ বিভাগের সারা অঙ্গে পচনের ক্ষত ফুটে উঠলে আর তা সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বিদ্যুৎ কর্মীদের গাফিলতির আরও বিভিন্ন অভিযোগ আমাদের দপ্তরে এসেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এস, এসকে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধান হলো বিল পেমেন্ট দিতে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় দুটো কাউন্টারের মধ্যে একটি বন্ধ থাকতে। কখনো দুটো কাউন্টারও বন্ধ থাকতে। অনুসন্ধানে জানা যায় এস, এস থেকে শুরু করে অনেক কর্মীই বাইরে থেকে যাতায়াত করেন। ফলে বাস ট্রেনের গোলযোগে এ ঘটনা ঘটে। বিল পেমেন্ট ডেটে কাউন্টারে কর্মী না থাকার ফলে গ্রামাঞ্চলের বিল দিতে আসা অনেককে বৃথা হয়রান হতে হয়। অন্যদিকে লাস্ট ডেট পার হয়ে যাওয়ায় অনেককে লেট ফাইনও গুণতে হয়। স্থানীয় বিশ্বনাথ সেন তাঁর গম ও হলুদ ভাঙ্গা মেসিনের বিল (এস সি নং আই/৪৬১) শেষ-দিন ২৫ জানুয়ারী দিতে গিয়ে দেখেন কাউন্টারে লোক নেই। ক্যাসিয়ারের বাড়ীতে দুর্ঘটনা ঘটায় তিনি আসেননি। বাধ্য হয়ে তিনি ফিরে আসেন। তাঁকে জানানো হয় বিলের জন্য কোন ফাইন লাগবে না। কিন্তু ফেব্রুয়ারির বিল এলে দেখা যায় লেট ফাইন যথারীতি ধরা হয়েছে। তিনি বিল সংশোধনের জন্য অফিসে দেখা করলে তাঁকে জানানো হয় করার কিছু নেই। যেদিন লোক ছিল না সেদিন লিখিতভাবে দাবী করলেই পারতেন। এই ধরনের একাধিক ঘটনা এখানে ঘটছে। কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার কোন কারণ বর্তমানে নেই। কেননা বিদ্যুৎ বিভাগের স্থানীয় অফিসে কর্মী বেড়েছে। আগে ছিল এল ডি সি ৭ জন, কোন হেড ক্লার্ক ছিল না। বর্তমানে পদের সংখ্যা এল ডি সি ১০ জন ও একজন হেডক্লার্ক। এ বছর নতুন কর্মী জয়েনও করেছেন। হলে হবে কি কাজকর্ম বাদ দিয়ে বেশীর ভাগ কর্মী ইউনিয়ন নিয়েই মত্ত। মির্জাপুর, সুজাপুর, রাজানগর, দফরপুর, জেঠিয়া প্রভৃতি গ্রামে ছ'মাস থেকে বিল তৈরী বন্ধ। শহরের ফাঁসিতলা বেলেঘাটায় মাস পাঁচ ধরে কোন মিটার রিডিং নেওয়া হয়নি। জানা যায় তিন ক্যাশিয়ারের মধ্যে ১ জন জানুয়ারীতে বদলী হয়ে চলে গেলেও তাঁর জায়গায় কোন লোক আসেননি। উপস্থিত দু'জনের একজন জয়নগরের বাসিন্দা। তিনি একমাস কাজ করেন তো ১৫ দিন ছুটিতে। অপরজন জিয়াগঞ্জের লোক। ওখান থেকে যাতায়াত করেন। ফলে জঙ্গিপুর পারের কালেকশন সেন্টারটিও প্রায় ১ মাস বন্ধ।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

(১ম পাতার পর)

বাস ষ্ট্যাণ্ড ও সন্তোষপুরের বহু খড় ও টিনের বাড়ীর চাল সম্পূর্ণ উড়ে যায়। ঐ অঞ্চলের ইন্দিরা আবাসনের টিনের চালগুলি ঝড়ের মাতনে দুমড়ে মুচড়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ ছিল। বিদ্যুৎ বিভাগ শেষ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে মালদহ থেকে বিদ্যুৎ এনে শহরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা যায় টাওয়ার ঠিক করে গোবর্ণ লাইন চালু করতে কিছু সময় লাগবে।

প্রাক নির্ব্বাচনী চিত্র

(১ম পাতার পর)

অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রেই গড়ে প্রায় ১৫ হাজার করে ভোটার বেড়েছে। এবারও পোলিং পার্টি হবে ৮০৫টি এবং ১০% রিজার্ভ থাকায় মোট পার্টির সংখ্যা হবে ৮৮৫টি। প্রতি পার্টিতে ৫ জন পোলিং অফিসার ও ১ জন প্রিজাইডিং অফিসার থাকবেন। অর্থাৎ কর্মী সংখ্যা হবে ৫,৩১০ জন। স্পর্শকাতর এলাকার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ২ জন করে অস্ত্রধারী পুলিশ রাখা হবে। আধা স্পর্শকাতর এলাকায় ২ জন অস্ত্রধারী হোমগার্ড ও সাধারণ শান্তিপূর্ণ এলাকায় লাঠিধারী ২ জন হোমগার্ড থাকবে। এছাড়া সেকটার অফিসারের অধীনে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ১৫টি পোলিং পার্টি যাঁদের দূরে যেতে হবে তাঁদের দুদিন আগেই রওনা হতে হবে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের কাজে কর্মী, ব্যালটবক্স প্রভৃতি আনা নেওয়ার জন্য লাগবে ১৯৭টি ট্রাক, ম্যাটাডোর ৪, বাস ৪৬, ষ্টেটবাস ১, মিনিবাস ৩, গোরুগাড়া ১৭৭, নৌকা ২৪। এছাড়া নির্বাচনী কার্য্যে লাগবে ৬৩টি সরকারী জিপ ও অন্যান্য মোটর গাড়ী। কয়েকটি ষ্টেটবাস রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে বলে জানা যায়। খুব শীঘ্র এই বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রকৃত চিত্র জানতে পারা যাবে। এবারেই প্রথম ডাক ও তার কর্মীদের নির্বাচনে লাগানো হচ্ছে।

ভর্ত্তি চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম) এ ১৯৯১-১৯৯২ সেশনে ভর্ত্তি চলিতেছে। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত।

যোগাযোগ স্থান এবং সময়

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল
(ইংলিশ মিডিয়াম)
ভাগীরথী ফ্রী প্রাইমারী বিদ্যালয়
(ফাঁসিতলা)
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—

১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্ত্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

SARMISTHA FINANCE LIMITED

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ
আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।